ফিল্ম এজ-এর

ফিল্মএজ-এর নিবেদন

'কুমারী মন'

পরিচালনা : চিত্ররথ

কাহিনী—শক্তিপদ রাজগুরু চিত্রনাট্য—ঋত্বিক কুমার ঘটক

সঙ্গীত-পরিচালক : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আলোক-চিত্রশিল্পী : দিলীপরঞ্জন মুখার্জী

শব্দগ্রহণ : সুজিৎ সরকার শব্দ পুনঃ যোজনা ও শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ

নেপথ্য-শব্দধারণ : জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রধান-কর্ম্মসচিব : রাখাল চন্দ্র কুড়া শিল্পনির্দ্দেশনায় : রবি চট্টোপাধ্যায়

ভুমিকায়—অনিল চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দিলীপ মুখার্জী (অতিথি), ঋত্বিক ঘটক, নির্ম্মল ঘোষ, নীহার নাগ দেবী নিয়োগী, রমেন সেন, আশা দেবী, বাবুলাল ও সুন্দরবনের কর্মীবৃন্দ।

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : সুনীল কুমার দাস চিত্রগ্রহণে : গৌর কর্ম্মকার গোরা মল্লিক সুখেন দাসগুপ্ত, শক্তি ব্যানার্জী, অংশু চৌধুরী।

সম্পাদনায় : অনিলকুমার দাস ব্যবস্থাপনায় : দুলাল সাহা, অনিল মণ্ডল, কেষ্ট দে, রবি দাস, অনিল দে, কেষ্ট দাস, ভগীরথ চক্রবর্ত্তী, কেষ্ট ঠাকুর, অমিয়কান্ত প্রধান।

শব্দগ্রহণে : কালীচরণ দাস (অন্তঃদৃশ্যে) মহাদেব দাস (বহিদৃশ্যে) সুনীল রায়

দৃশ্যসজ্জা : ছেদীলাল শর্ম্মা, বর্জ্জু মহান্তি, দ্বৈতারী, সুবোধ দাস।

আলোক-সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য সহকারী : ভবরঞ্জন, অনিল, সুভাস।

নেপথ্য শব্দধারণ : ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ, এডেল মুন্নায়

রূপসজ্জা : হামান জামাল, সহকারী : প্রমথ চন্দ, সরোজ মুন্সী

প্রচারপরিচালনা-ফনীন্দ্র পাল প্রচারশিল্পী-পূর্ণোজ্যোতি পরিচয়লিপি-রাধেশ্যাম বণিক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দিলীপ গাঙ্গুলী (ডি এফ ও) ২৪ পরগণা - জ্যোতির্ময় রায় কাঁচড়াপাড়া, ফডার ফার্মের কর্মীবৃন্দ - পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ সরবরাহ বিভাগ, মোহনলাল গাঙ্গুলী ও তার কর্মীবৃন্দ গুহ রাইস মিলস্ (বাসন্তী) অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও, এম্ এল মনী এবং বিশ্বজিৎ লঞ্চের কর্মীবৃন্দ। ভলটাস লিঃ, ক্যাপটেন হেমেন্দ্র রায়, বাবুলাল গুহ, সুনীল মাধব সেন, জীবন ঘোষ, দেবব্রত গুহ, বিজয়ব্রত গুহ, তপোব্রত গুহ, প্রমোদ লাহিড়ী, কুপ অফিসার শৈলেনবাবু, গণেশ বাবু, এস্ সেনগুপ্ত সজ্‌নেখালি)

নেপথ্য সঙ্গীত : দেবব্রত বিশ্বাস (এ্যাঃ) প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া বসু, করবী মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ঘোষ, হরিদাস গাঙ্গুলী।

'জীবনে পরম লগণ' ও 'প্রেমের জোয়ারে'—বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক : দেবব্রত বিশ্বাস (এ্যাঃ) স্থিরচিত্র-এড্‌না লরেঞ্জ

এরিফ্লেক্স ক্যামেরায় বহিদৃশ্যে গৃহীত, টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও-এ আর সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত। আর বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : মিতালী ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

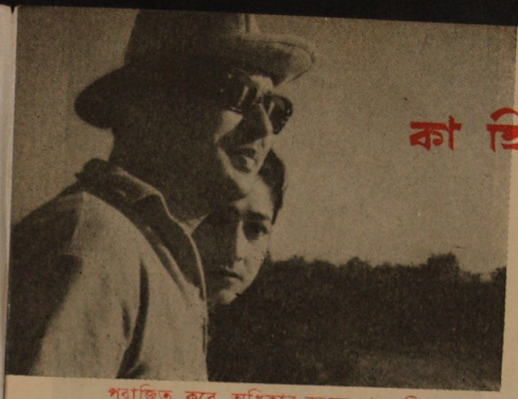

কা হি নী সু রু

সুন্দরবন ॥

চারিদিকে এর নিষ্ঠুর মৃত্যু ছড়ানো। গহন গাং আর গহিন বন। তারই অন্তরে মানুষ এসেছে সেই আদিম আরণ্যক বিভীষিকাকে পরাজিত করে অধিকার করতে চায় মৃত্তিকাকে—তার বুকে আবাদ পত্তন করতে চায় অসীম। নব বিবাহিতা স্ত্রী কলকাতার মেয়ে কৃষ্ণাও এসেছে।

কিন্তু কৃষ্ণার মনে ধীরে ধীরে এই আরণ্যক বিভীষিকা বাসা বাঁধে। রাতের আঁধার কেঁপে ওঠে বাঘের গর্জনে, যতদূর চোখ যায় বন আর ধু ধু ধোঁয়া ওঠা নদী। সব বাধা জয় করবার দুর্বার সাধনা তার। কিন্তু কৃষ্ণা ধীরে ধীরে আতঙ্কিত মনে এই জায়গাটাকে দেখতে শুরু করেছে। এই জীবনের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। অসীম নিজের কাজে ব্যস্ত। কৃষ্ণা ভাবে এই অবহেলা যেন অসীমের ইচ্ছাকৃত।

আবাদে আছে মরিয়ম আর ইরফান। এর ঠিক বিপরীত দিক। মরিয়ম চায় ঘর বাঁধতে—অনেক দুঃখ সয়েও ভালবাসতে, আর ইরফান ঘর পালানো মানুষ, বাউলের বংশ—তাই দুদিন থাকে, ভালবাসে, গান গায় আবার হঠাৎ করে পালায় কোন মধু ভাংগা নৌকায়। সেই ইরফান অসীমের এই মাটিকে জয় করে ফসল ফলাবার সাধনায় অবাক হয়।

একজনের এই ব্যাপারটা ভাল লাগে না, সে নিতাই বুনো। বাদাবনের বাঘের মতই হিংস্র আর সাপের চেয়ে ক্রূর। মরিয়মের উপর তার শ্যেনদৃষ্টি ছিলই—ভেবেছিল ইরফান পালাবে আর সে দখল জানাবে ওই মেয়েটার উপর। কিন্তু ইরফানকে ঘরবসত করতে দেখে মনে মনে ক্ষেপে ওঠে।

এসব ব্যাপারটাকেই সহ্য করতে পারে না—পুরন্দর সাহী। বাদাবনের বাবা দখিণরায় আর বনবিবির দেয়াশী—সে, বন কেটে মানুষের বসত সে চায়নি। তাই মনে মনে গজরায় আর ভর জোয়ারের নদী ওই বনের মাঝে শ্বাপদ জন্তুর গর্জন শুনে আশা ভরে ডাকে···সব সাবাড় করে দে। ঘর বাঁধা ঘুচিয়ে দে মা বনবিবি।

কৃষ্ণা আর অসীমের মাঝে নীরব একটি ব্যবধান গড়ে ওঠে। অসীম সব কিছুর বিনিময়ে আবাদ গড়েছে—নোনা মাটিতে এসেছে সবুজ ফসলের ইসারা। সামনে বর্ষাকাল—এই ক্ষেপে ওঠা গাং এর মুখ থেকে আবাদ বাঁচাবার জন্য বাঁধ শক্ত করতে হবে। টাকা চাই—কিন্তু কোথায় সেই টাকা।

একটা ফসল পেলেই সে সব গুছিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এই ক'মাস এর খরচ যোগাবে কোথেকে।

এসব কথা কৃষ্ণা যেদিন জানতে পারে সেদিন চমকে ওঠে। একটু ক্ষুব্ধও হয়। অসীম তাকে এসব বলেনি, কৃষ্ণার মনে একটা অভিমানই দেখা দেয়। অসীম ট্রাক্টর বাঁধা দিয়ে কিছু টাকার জোগাড়ে বের হয়।

এমনি দিনে আসে প্রণব।

এখানে রেঞ্জার হয়ে এসেছে—প্রণবও আশা করেনি তারই পূর্ব পরিচিতা কৃষ্ণাকে এই অরণ্যের মাঝে দেখবে। কৃষ্ণাও প্রথমে সরে থাকতে চায়। অতীতের কলকাতার সেই নিবিড় পরিচয় আজ ভুলে যেতে চায় সে।

প্রণব আবিষ্কার করে কৃষ্ণা আজ ব্যর্থ—বন্দী একটি নারী। মনে মনে সেও আজ এতটুকু মুক্তি, কিছু আনন্দের স্বাদ পেতে চায়। ওর লঞ্চেই বের হয়েছে বেড়াতে।

অসীম সেই বন্য আদিম পরিবেশে—মৃত্যুমুখী গাং এ খোলা নৌকায় মুখোমুখি বসে আছে ওই নিতাই বুনোর সংগে। দুটি মত দুটি স্বত্ত্বা। ওরা যেন সুযোগ খুঁজছে কে কাকে একেবারে নিঃশেষ করে দেবে।

·····রাইফেলটা তুলে নেয় অসীম। ···নিতাই বুনো তাকে ঠকিয়েছে। ···হঠাৎ একটা সুর কানে আসে।

কৃষ্ণা বহুদিন পর নিজেকে ফিরে পেয়েছে। সেই আগেকার গানই গাইছে সে। প্রণব দাঁড়িয়ে আছে লঞ্চে।

চমকে ওঠে অসীম। যে কৃষ্ণার মনের হিমপাহাড় কোনদিনই সে স্পর্শ করতে পারে নি, পায়নি তার হাসি উছল ভালবাসাভরা মনের স্পর্শ, আজ সেই সম্পদটুকু আর একজন পেয়ে ধন্য হয়েছে, তাকে সবাই ঠকিয়েছে।

নিতাই বুনো—ওই কৃষ্ণা সরাই।

মিথ্যা আর জোড়াতালি কোনটাই সে চায়নি। সব কিছু থেকে সরেও সে নোতুন করে জীবন শুরু—গড়বে একাই।

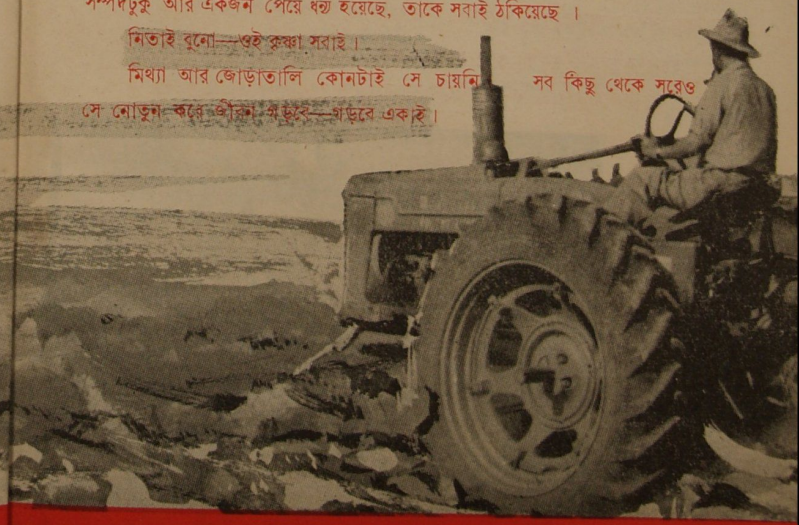

সেই কথাটাই আজ পরিষ্কার জানিয়ে দেয় অসীম কৃষ্ণাকে। কৃষ্ণা আজ তাকে দোষ দিতে ছাড়ে না। স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই কর্ত্তব্য আছে দুজনের প্রতি, কতটুকু সে পালন করেছে সে কর্ত্তব্য!

কৃষ্ণাও কলকাতায় ফিরে যাবে কাল ভোরেই।

…ঘর ভেঙেছে মরিয়মেরও। ইরফান এত ভালবাসা—এত সাধ সব ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেছে। কাঁদছে মরিয়ম। নিতাই বুনো বুঝেছে এ আবাদে আর তার ঠাঁই হবে না। সাহেববাবুর সেই অপমান ও ভোলেনি, আজ পালাচ্ছে সে—মরিয়মকে নিয়েই পালাবে। ঘরবাঁধার নেশায় পাগল মরিয়মও যেন রাজী—নিছক ইরফানের উপর অভিমান ভরেই সব আজ ছেড়ে যাবে সে।

……কোটালের ভরা জোয়ার এসেছে। বাঁধের কানায় কানায় লোনাজল হানা দিয়েছে। এদিকে দিগন্ত প্রসারী সবুজ ধান।

কত সাধনা—কত পরিশ্রমের সার্থকতা আনা ধান। নিতাই পালাচ্ছে মরিয়মকে নিয়ে। যাবার মুখে সে সর্বনাশ করে যাবে। হেনে যাবে চরম আঘাত। বাঁধে সে কোপ দিতে থাকে; নোনাজল ঢুকছে, যতদূর যাবে যে ধানটুকুকে ছুঁয়ে যাবে ওই জল তা একেবারে শেষ হয়ে যাবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে সব চেষ্টা, নিঃশেষ হয়ে যাবে সব আবাদ।

চলে যাচ্ছে কৃষ্ণা—ব্যর্থ একটি নারী। এ মাটি এই সুন্দর বনভূমি ওই অসীম কাউকে যেন সে ভালবাসতে পারেনি। প্রণবের লঞ্চেই কলকাতা ফিরছে।

হঠাৎ কাদের চীৎকার শুনে চমকে ওঠে। ভরা জোয়ারে বাঁধে কে কোপ দিচ্ছে; সর্বনাশ হয়ে যাবে কি—অসীমের সব সাধনার?

(১)

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে,
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না,
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল,
হৃদয় দুলিল; দুলিল দুলিল—
পাগল হে নাবিক, ভুলাও দিগ্ বিদিক;
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

(২)

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা, হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা; সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি,
হে গরবিনী।
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে,
হেসে চলে যায় জোয়ার জলে,
ভাসিয়ে ভেলা হায়
দুর্লভ ধনে দুঃখের পনে লও গো জিনি,
হে গরবিনী॥

(৩)

হায় ভানুমতীর নজরবন্দী
—আরে হায় হায় ভানুমতীর নজরবন্দী
পাখী কখন বা উড়ে যায়রে
হে পাখী কখন বা উড়ে যায়রে
কোন—মাদু লেগেছে খাঁচায়
ভানুমতীর নজরবন্দী
আরে হায় হায় ভানুমতীর—
হায় হায় হায় হায় ভানুমতীর নজরবন্দী
কার-বা খাঁচা কার-বা পাখীরে—
কারে আপন করে পর করে—
কার জন্যে বা ঝুরে আঁখি—সৈ লো—
কার জন্যে বা ঝুরে আঁখি
আরে আমারে মজাতে চায়—
হায় ভানুমতীর নজরবন্দী
এ পাখী কখন বা উড়ে যায়রে
কোন যাদু লেগেছে খাঁচায় ভানুমতীর
আরে হায় হায় হায় হায় ভানুমতীর

(৪)

পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়।
ও সেই চোখের দেখা; প্রাণের কথা;
সে কি ভোলা যায়।
আয় আর-একটিবার আয় রে সখা,
প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুঃখের কথা কব,
প্রাণ জুড়াবে তায়।

(৫)

চিত্তে সমুঝ না মানে—
আরে রামা
চিত্তে সমুঝ না মানে,
বংশী বাজে রে রামা, বংশী বাজে—
কোন গহিন বনে-এ……,
বংশী হইল ভুজঙ্গিনী,
দংশিল আমার প্রাণে—
করি কি উপায়।
বিষে অঙ্গ জর জর
মরি পরাণে আরে রামা—
চিত্তে সমুঝ না মানে—॥

চিত্রযুগের
দীপের নাম টিয়া রং
কাহিনী
রমাপদ চৌধুরী
পরিচালনা
গুরু বাগচী
সুর
রবীন চ্যাটার্জী
সম্পাদনা
অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জী
তালী ফিল্মস পরিবেশিত